গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৩ - ১৪
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৫
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৬
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৭
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৮

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর বিভাগ, যশোর কর্তৃক বাস্তবয়িত বিগত ৩ (তিন) অর্থ বছরে গ্রাম, পৌর ও বস্তি এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধদিপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে ৪০৪৬ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস, ১০০.৭০ কিঃমিঃ পাইপ লাইন, ১২ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন হয়েছে। এছাড়াও পল্লী /পৌর এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০ টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট নির্মান এবং ৯০০ টি স্বল্প মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরন করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানটিশেন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালঞ্জে হল র্অজতি অগ্রগতরি স্থায়ত্বি করন ও র্কাযকারতিা বৃদ্ধি করন। এই চ্যালঞ্জে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে পৃথক সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি ও বিশেষ অগ্রাধকিার প্রদান পূর্বক পৃথক বাজটে বরাদ্দ প্রয়োজন। যশোর জেলায় দেশের দক্ষিন পশ্চমিাঞ্চলে অবস্থতি একটি উপকূলর্বতী এলাকা। জলবায়ূ পরিবর্তন ও আর্সেনিকের কারনে জেলায় সুপয়ে পানি সরবরাহ করা একটি বিরাট চ্যালঞ্জে। সামগ্রকি কাজ মনিটরিং ও মূল্যায়নরে জন্য প্রয়োজন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষন। পনি সরবরাহ ও স্যানটিশেন ব্যবস্থার সঠিক চ্যালঞ্জে নিশ্চিত করনরে ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/সমস্যা হল এই খাতে অপ্রতুল বাজটে বরাদ্দ। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, দেশের প্রতিটি ইউনিয়েনে পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্য সম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শত ভাগে উন্নীতকরণ।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ – ১ টি
- ওভারহেড ট্যাঙ্ক – ১ টি
- হাউজ কানেকশন – ১০০০ টি
- পাইপ লাইন – ৬ কিমি
- ইম্প্রুভড/ স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন – 25 টি
- নলকূপ/ উৎস – ১৫০০ টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৫ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।